রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জানুয়ারি ১৬, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১২ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৫- আইন/২০১৭।—মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৩ নং আইন) এর ধারা ৪৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম।**—এই বিধিমালা মানব প্লাচার প্রতিরোধ ও দমন বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

(১) "আইন" অর্থ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২;

(২) "উদ্ধারকারী কর্মকর্তা" অর্থ মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি বা ভিকটিমকে সরাসরি উদ্ধারকারী কোন পুলিশ কর্মকর্তা, সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি;

(৩) "জাতীয় সংস্থা" অর্থ আইনের ধারা ৪৩ এর অধীন গঠিত জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা;

(৪) "ট্রাইব্যুনাল" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ট্রাইব্যুনাল;

(৫) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(৬) "তহবিল" অর্থ আইনের ধারা ৪২ এর অধীন গঠিত মানব পাচার প্রতিরোধ তহবিল;

মূল্য ঃ টাকা ৩০.০০

(৭) "প্রবেশন কর্মকর্তা" অর্থ Probation of Offenders Ordinance, 1960 (Ordinance No. XLV of 1960) বা বিদ্যমান অন্য কোন আইনের অধীন প্রবেশন কর্মকর্তা (Probation Officer) হিসাবে নিযুক্ত বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ;

(৮) "বেসরকারী সংস্থা" অর্থ বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনের অধীন অনুমোদিত বা নিবন্ধিত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, উহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন;

(৯) "ব্যক্তি" অর্থে কোন ব্যক্তি, কোম্পানী, সমিতি, অংশীদারী কারবার, সংবিধিবদ্ধ বা অন্যবিধ সংস্থা বা উহাদের প্রতিনিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলের কোন ফরম;

(১১) "মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি" বা "ভিকটিম" অর্থ এই বিধিমালার অধীন সংঘটিত মানব পাচারের শিকার কোন ব্যক্তি এবং উক্ত ব্যক্তির আইনগত অভিভাবক বা উত্তরাধিকারীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ; এবং

(১২) "মনিটরিং সেল" অর্থ আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৬) এর অধীন গঠিত কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানব পাচার প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধানাবলী

৩। **মানব পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ।**—মানব পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় সংস্থা মানব পাচার সংক্রান্ত বেআইনি কর্মকাণ্ড ও তৎপরতার ধরন, ব্যাপ্তি এবং প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সহ নিম্নবর্ণিত বিষয় সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করিবে, যথা:-

(ক) মানব পাচারের ঝুঁকি;

(খ) মানব পাচারের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তঃসীমান্তীয় পথ ও কৌশল;

(গ) বেআইনি সীমান্ত অতিক্রমন এবং বহির্গমনে ব্যবহৃত কাগজাদি;

(ঘ) মানব পাচারে ব্যবহৃত পরিবহন ও আবাসন নেটওয়ার্ক;

(ঙ) সংঘবদ্ধ পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক , মূল হোতা, দালাল এবং আশ্রয়দাতাদের তালিকা, অবস্থানের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানা ও ভূমিকা ;

(চ) সাজা ভোগের পর মুক্ত পাচারকারী কিংবা জামিনে মুক্ত অভিযুক্তদের কার্য বা চলাফেরা সংক্রান্ত; এবং

(ছ) মানব পাচারের শিকার ব্যক্তি বা ভিকটিমদের আটক বা অন্তরীণ রাখা হয় এমন কোন বাড়ি, স্থাপনা বা স্থান।